Dr. S. R. Lasker Library
EAST WEST UNIVERSITY

প্রথম আলো
১৬-১১-২০২৫ পৃষ্ঠা-অনলাইন

ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে চাকরি মেলা

সৎ মানুষদের রাজনীতিতে ক্যারিয়ার গড়ার আহ্বান জানালেন বিদ্যুৎ উপদেষ্টা

বেসরকারি ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির 'জব ফেয়ার'-এর উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান | *ছবি: বিজ্ঞপ্তি*

বাংলাদেশের রাজনীতিতে সৎ মানুষের প্রয়োজন, তাই সৎ মানুষদের রাজনীতিতে ক্যারিয়ার গড়ার আহ্বান জানালেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে গতকাল শনিবার দিনব্যাপী 'জব ফেয়ার'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা শিক্ষার্থীদের শুধু চাকরির পেছনে না ঘুরে নিজে কিছু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে ডিগ্রির চাহিদা কমেছে, দক্ষতার চাহিদা বেড়েছে। কী ডিগ্রি আছে, তার চেয়ে কী পারি, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লবিং করে কিংবা সুবিধা নিয়ে সম্পদশালী হওয়ার বদলে উৎপাদন ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সম্পদশালী হতে তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ঢাকার সাবেক সভাপতি নিহাদ কবির বলেন, 'জব ফেয়ার' শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো ক্যারিয়ার গড়ার এক দারুণ সুযোগ। এখানে নিজের পছন্দসই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ থাকে।

ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বলেন, দেশে দরিদ্রতার হার ও বৈষম্য কমাতে হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকারের মনোযোগ দিতে হবে। তাঁর মতে, ৩০ লাখ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি করে তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং স্বল্প সুদে কিংবা ইসলামি মুদারাবা পদ্ধতিতে ঋণ দিয়ে দেশে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে।

ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক শামস রহমান বলেন, তাঁরা ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়া একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে এই 'জব ফেয়ার'-এর আয়োজন করেছেন। এখানে শুধু শিক্ষার্থীরা তাঁদের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানে আবেদন করছেন না; বরং প্রতিষ্ঠানও তাদের পছন্দমতো গ্র্যাজুয়েটকে খুঁজে নিতে পারছে।

গতকাল আফতাবনগরে ইষ্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে এই 'জব ফেয়ার'-এ ব্যাংক, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), টেলিকম, পোশাক খাত (আরএমজি), পানীয়, ইলেকট্রনিকস, সফটওয়্যার কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অলাভজনক সংস্থা, ফার্মাসিউটিক্যালস, এইচআর, পেশাদার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৭০টি জাতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানি অংশগ্রহণ করে।